বুদ্ধির অগোচর

মঞ্জরী চট্টোপাধ্যায়

কসবায় বিজ্ঞানানন্দ মিশনের একটি বাড়ী আছে। বাড়ীটির নাম বিজ্ঞানানন্দ ভবন। বাড়ীতে একটি প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরও আছে—যদিও আকারে খুবই ছোটো। মিশনের এই বাড়ীতেই এখন শিব রাত্রির উৎসব হয়। আগে ভবানীপুরে মিশনের বাড়ীতেই হত। এই দিনটি যোগানন্দ ব্রহ্মচারীজির জন্ম তিথি।

এ বছর ৮ই এপ্রিল শিবরাত্রি ছিল। এই উপলক্ষ্যে আশ্রমের অনেকেই এখানে উপস্থিত। শিব রাত্রির মহাপূজা আরম্ভ হয়েছে। হঠাৎ-ই দেখলাম গেটের বাইরের রাস্তায় এ বাড়ীর ঠিক উল্টোদিকে আমাদের কয়েকজন গুরু ভাই-বোন খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু দেখছেন। আমাদের এক গুরুবোন ডাকলে। ''মঞ্জরীদি সাপ দেখে যান। শিব রাত্রিতে সাপ দেখা খুব শুভ, পুণ্যের ব্যাপার।

দেখে ঘরে চলে এলাম। সবাইকে বলে এলাম—একে জ্বালাতন করো না। ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। চলেতো এলাম—কিন্তু একটা উৎকণ্ঠাও কাজ করছিলো। ছোট বেলা থেকে শুনে আসছি আমাদের বংশে কাউকে সাপে কাটে না কিন্তু সাপ মারাও যাবে না। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন মঁনসা দেবীর পূজো দিতে হবে। কথাটা যাঁরা ঘরে বসেছিলেন তাঁদের বলেই ফেললাম। আমাদের প্রেসিডেন্ট বললেন এটাই লিখে ফেল না!

আগের পূর্ববঙ্গ, (বর্তমান বাংলাদেশ)ময়মনসিংহ জেলার একটি গ্রাম, নাম বড়হিত সেখানেই আমার পূর্ব পুরুষের বাস। সে গ্রামে আমি দুবার গেছি—ছোটবেলায়। তখন ওই বাড়ীতে আমাদের দিদিমণি (ঠাকুরমা) একলাই থাকতেন।

বাড়ীটার সামনের অংশকে খণ্ডহরই বলা যায়। যদিও আমার দিদিমণি রোজ সন্ধ্যা বেলা প্রদীপ দেখাতে ওই বাড়ীতে যেতেন। আমাদের ওখানে যাওয়া একদম বারণ ছিল। এমন কি যে বাড়ীতে থাকা হত—সেখানে দিদিমণির ঘরে দিদিমণি না থাকলে ঢোকাও বারণ ছিল। জানলাম ওখানে একটি ঘট আছে—দিদিমণি রোজই ফুল টুল দিয়ে থাকেন। পাছে আমরা কৌতুহল বশত হাত টাত দিয়ে ফেলি বা ফেলে টেলে দিই!

কিন্তু কৌতুহল যাবে কোথা! শেষ পর্য্যন্ত একদিন জিজ্ঞাস করে ফেললাম। দিদিমণি একটি গল্প(?) শোনালেন ঐ ঘটটি নিয়ে।

অনেকদিন আগে আমাদের এক পূর্বপুরুষের একটি অত্যন্ত সুন্দরী কন্যা ছিল। তখনকার দিনে মেয়েদের ছোটো বয়সেই বিয়ে হত। সে, বিয়েতে একেবারে বেঁকে বসল, এদিকে মেয়ে তো বড় হচ্ছে। ফলে কিছু কথাবার্তাও গ্রামে হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তার বিয়েও ঠিক হল। বাড়ীতে সাজোসাজো রব,

লোকজনের ভিড় ও বাড়তে লাগলো। মেয়েটি একটু মন মরা, এর বেশি কিছু না। শেষ পর্য্যন্ত বিয়ের দিনেও ঠিক হল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা মেয়েটি বাথরুম যাওয়ার জন্য বেরুলো। তখনকার দিনে বাথরুম বাড়ীর থেকে একটু দূরত্বেই থাকতো। সঙ্গে পাহারা দেওয়ার জন্য সই টই রাও গেলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওদের একজন বাড়ী এলো বড়দের কাউকে ডাকতে। তিনি গিয়ে তো শেষ পর্য্যন্ত দরজা ভাঙ্গলেন—কোথায় কে! সেখান থেকে দুটো সাপ বেরিয়ে গেল।

এবার তো বিয়ে বাড়ী একেবারে অন্ধকার। মেয়ের বাবা রাতে স্বপ্ন দেখলেন—তাঁর মেয়ে তাঁকে বলছেন ‘‘কাল সকালে সামনের বড় পুকুরে যে কোণায় তিনটে পদ্মফুল ফুটে আছে সেখানে জাল ফেলবে, একটা ঘট পাবে তাতে দুটো সাপ আছে। ওটা বাড়ীতে নিয়ে আসবে। রোজ পূজো করবে, বংশের কাউকে সাপে কাটবে না। কিন্তু সাপ মারবে না। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মঁনসা দেবীর পূজা দেবে। দিদিমণির কথামত উনি যখন এ বাড়ীতে এসেছেন তখনই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। রোজ পূজো দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। দিদিমণি দেখেছেন রোজ সকালে সাপেরা বেড়িয়ে যায় আবার সন্ধ্যা বেলা ফিরে আসে। এরকম চলতে চলতে একদিন সাপরা আর ফিরে আসেনি। ঘটটি আছে। শ্রাবণ মাসে সংক্রান্তিতে যথা সাধ্য পূজো দেন। ঘটটি আমি দেখেছি—তুবড়ে টুবড়ে গেছে—অন্য একটি পাত্রে বসানো। কারণ জল পড়ে। একটা পুরোনো শুকনো আম্র পল্লব আছে। ওর ওপরই প্রত্যেক বার একটা নতুন আম্র পল্লব দেওয়া হয়। বিসর্জন হয় নতুন ফুল আর আম্র পল্লব।

আমি কলকাতায় চলে আসি ১৯৫৩ সালে। এরপর আর কোন দিন গ্রামে যাইনি। দিদিমণি মারা যান ১৯৫৬ সালে। আমার বড়মা খবর পেয়ে যান—আমার মা তখন অসুস্থ ছিলেন। তিনি গ্রামের বাড়ী থেকে ঘটটি নিয়ে আসেন। এখন সেটি আছে কল্যাণীতে আমাদের বড়দির বাড়ীতে। সেখানে পূজো হয়। মা থাকতে টাকা পাঠাতেন পূজোর জন্য। আমরা বোনেরা মঁনসা মন্দিরে পূজো দিই।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল—১৯৮৮/৮৯ হবে একদিন (রবিবার) ভবানীপুরে, আমাদের গুরুদেব শ্রী শ্রী লেনিন রায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—মঞ্জরী! মঁনসা পূজো দাওনি?

আমি—সে তো শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন! আমার পাশেই বসে ছিলেন দেবীবাবু।

দেবীবাবু— সে তো পার হয়ে গেছে!

তখন গুরুদেব আমাকে বললেন—শোন কাল রাতে সুহাস ফোন করেছিল, বললো ‘‘মঞ্জরী বোধহ য় এবার পূজো দিতে ভুলে গেছে। আজ দিন দিন হল আমি রাতে ঘরে ফিরে দেখি হয় চেয়ারের নীচে নয় মোড়ার পাশে সাপ থাকছে ঘরে।

দেবীবাবু — কালিঘাটে মঁনসামন্দির আছে। (আমাকে দেখিয়ে বললেন) ওর কাছ থেকে টাকা নিন। আজকেই পূজো দিয়ে দেবেন।’’ আর শুনিনি যে ওর ঘরে কখনও সাপ ঢুকেছে।

এখনো মনে করে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন দেবী মঁনসার পূজো দিই।